যায়যায়দিন

তারিখ 05 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র ঝরে পড়া রোধে উপবৃত্তি চালু হচ্ছে

সিক্স থেকে এইট পর্যন্ত শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে ৩৪.৮৫ শতাংশ

সাথীয়া খান

ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জ থানার কলাতিয়া হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র মেহেদী হাসান। তার বাবা ফতুল্লার এক ফ্যাক্টরির সাধারণ শ্রমিক। গ্রামের বাড়িতে মেহেদী, তার ছোট বোন আর মা থাকেন। বাবার দুই হাজার টাকা বেতনে যেখানে সংসার চলা দায় সেখানে মেহেদীর লেখাপড়া চালানো তার পরিবারের জন্য অনেকটা মড়ার ওপর খাড়ার ঘা-এর মতো। মেহেদীর মা বলেন, সরকার মেয়েদের উপবৃত্তি দিচ্ছেন কিন্তু আমাদের মতো গরিবের ছেলেরা কিভাবে পড়াশোনা করবে? আক্ষেপ করে তিনি বলেন, আমার ছেলে পঞ্চম শ্রেণীতে ফার্স্ট হয়েছিল; কিন্তু টাকার অভাবে এখন তার লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে হবে।

কেবল মেহেদী নয়, আমাদের দেশের অধিকাংশ দরিদ্র পরিবার টাকার অভাবে ছেলেদের পড়ালেখা বন্ধ করে দিচ্ছে। এক সময় দরিদ্র পরিবারের অভিভাবকদের মধ্যে ছেলেদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রবণতা ছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরে এ চিত্র পরিবর্তন হয়েছে। সরকার এবং দাতা সংস্থাদের সহায়তায় ১৯৯৪ সাল থেকে চারটি প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৯ লাখ ছাত্রীকে এসব প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। ফলে মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রীদের উপস্থিতি হার বেড়েছে। এক সময় শিক্ষায় ছাত্রদের অংশগ্রহণের হার বেশি থাকলেও এখন মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়েদের অনুপাত কাছাকাছি চলে এসেছে।

বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস (ব্যানবেইস) পরিচালিত পোস্ট প্রাইমারি এডুকেশন ইন্সটিটিউশন সার্ভে ২০০৫-এ দেখা যায়, ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে ৩৪.৮৫ শতাংশ। এর মধ্যে ছেলেদের ঝরে পড়ার হার ৩৪.৪২ আর মেয়েদের ৩৫.৫৯ শতাংশ। পরিসংখ্যানে আরো দেখা যায়, ক্লাস সিক্সে ভর্তি হওয়ার পর এসএসসি পরীক্ষা অর্থ্যাৎ মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ছে ৮০.০২ শতাংশ শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ছেলে শিক্ষার্থী ৭৬.৫৪ শতাংশ এবং মেয়ে শিক্ষার্থীর হার ৮৩.২৯ শতাংশ।

ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্ররা শতকরা ৩৩ ভাগের বেশি নাম্বার পেলে মাসিক ৬৫ টাকা এবং ৪৫ ভাগের বেশি নাম্বার পেলে ১২৫ টাকা হারে এ উপবৃত্তি পাবে। নবম শ্রেণীর জন্য এ হার থাকবে যথাক্রমে ১২৫ ও ১৭৫ টাকা

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম থেকে আশঙ্কাজনক হারে ছাত্রদের ঝরে পড়া রোধে সরকার উপবৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষা সচিব মোমতাজুল হকের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ছাত্রদের উপবৃত্তি দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সারা দেশে সাড়ে চার লাখ ছাত্রকে এ উপবৃত্তি দেয়ার চিন্তাভাবনা থাকলেও প্রাথমিকভাবে সীমিত পরিসরে ৫৩টি উপজেলার ২৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আনা হবে। সূত্রে জানা যায়, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের (সেসিপ) অধীনে খুব শিগগিরই তাদের হাতে এ উপবৃত্তি তুলে দেয়া হবে। সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (এসইএসডিপি) পরিচালক আফজালুর রহমান বলেন, প্রাথমিকভাবে কেবল অতি দরিদ্র ছাত্রদের নির্বাচন করে উপবৃত্তি দেয়া হবে। ২০ নভেম্বরের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে ভর্তিকৃত ১০ শতাংশ ছাত্রকে এ উপবৃত্তি দেয়া হবে বলে জানা যায়। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকার গৃহীত এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৩০ শতাংশ ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে বলে সূত্রে জানা গেছে।

আরো জানা যায়, যেসব পরিবারের বাৎসরিক আয় ৩০ হাজার টাকার কম সেসব পরিবারের ছেলেরা উপবৃত্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। দিনমজুর, পঙ্গু ও অসুস্থ বাবার ছেলেদের বিষয়টিও বিশেষভাবে বিবেচনা করা হবে। উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য ছাত্র নির্ধারণে স্কুল পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পাচ সদস্যের কমিটি কাজ করবে।

উপবৃত্তির ক্ষেত্রে মেধা বড় ভূমিকা রাখবে। জানা যায়, ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্ররা শতকরা ৩৩ ভাগের বেশি নাম্বার পেলে মাসিক ৬৫ টাকা এবং ৪৫ ভাগের বেশি নাম্বার পেলে ১২৫ টাকা হারে এ উপবৃত্তি পাবে। নবম শ্রেণীর জন্য এ হার থাকবে যথাক্রমে ১২৫ ও ১৭৫ টাকা।

সরকারের গৃহীত এ উদ্যোগে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র ঝরে পড়ার সংখ্যা কমবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন ব্যানবেইসের